প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তি

বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভালরূপে জানিতে হইবে, কারণ সাহিত্যের ভিতরে জাতীয় জীবনের অনেক কথা লিপিবদ্ধ থাকে। এই হিসাবে প্রত্যেক সাহিত্য প্রত্যেক জাতির অমূল্য সম্পদ। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাইতে পারে। সাহিত্য শুধু রসবোধের দিক দিয়া অর্থাৎ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া পাঠ করিলে সম্পূর্ণ লাভবান হওয়া যায় না। প্রত্যেক জাতিরই সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, ধর্ম্মগত ও জাতিগত এমন অনেক মূল্যবান তথ্য সাহিত্যের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে যাহা অন্যত্র পাওয়া কঠিন এবং জাতীয় উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। এইদিক দিয়া আধুনিক সাহিত্য অপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের মূল্য অধিক।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য নানারূপ বিষয়সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সাহিত্যের দিকে এখন বাঙ্গালী জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হইয়াছে কি না সন্দেহ। আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যেরই রূপান্তর মাত্র। প্রাচীন সাহিত্য ভালরূপে জানিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয় ভিত্তি করিয়া ইহা আমাদের পাঠ করা উচিত নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল।

বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন সময়ের আয়তন ও ভৌগোলিক সংস্থানের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিপুষ্টির সহিত এই বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। শুধু বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশ নহে, এই উপলক্ষে বৃহত্তর বাঙ্গালার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। বৃহত্তর বাঙ্গালার ভিতরে আসাম, বিহার, ছোটনাগপুর ও

উড়িষ্যা প্রদেশকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ধরা যাইতে পারে। সঙ্কীর্ণ অর্থে, শুধু বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দেশ হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্থান সহ বাঙ্গালার আশেপাশের কতিপয় জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

উল্লিখিত "বৃহত্তর বঙ্গদেশ"কে এক কথায় "প্রাচ্যদেশ" বলা যাইতে পারে। এই দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে নানাজাতি আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অষ্ট্রিক জাতি, পামিরীয়ান (আল্পাইন) জাতি, মঙ্গোলীয় জাতি, দ্রাবিড় জাতি ও আর্য্য জাতি। মূলতঃ বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে অষ্ট্রিক জাতি, উত্তর হইতে পামিরীয়ান ও মোঙ্গল জাতিদ্বয়, পশ্চিম হইতে আর্য্য জাতি ও দক্ষিণ হইতে দ্রাবিড় জাতি এই দেশে প্রবেশ করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে এখন বাঙ্গালী জাতি বলিতে যে জাতিকে বুঝি তাহার মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ অল্প হয় নাই।

এই জাতিগুলি একদেশে বাসের ফলে ক্রমে বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত হইতে কত রাজনৈতিক ও সামাজিক আবর্ত্তন বিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ইহার সঠিক ও সুসম্বদ্ধ ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশে উল্লিখিত জাতিগুলির উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে এই জাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং প্রসারও অল্প সাহায্য করে নাই। বহুশাখাসমন্বিত এই জাতিসমূহ অনেক ধর্ম্মমত ও নানা দেবদেবী পূজার প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছে। কালক্রমে বৃহত্তর ধর্ম্মের দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া এই সব লৌকিক দেব-দেবীগণকে স্ব স্ব অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। এইরূপে নানাজাতির ধর্ম্মমূলক সংস্কৃতির ফলে আধুনিক বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন দেবতাদের মধ্যে শিবঠাকুর, সূর্য্য বিষ্ণু, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি প্রথমে কোন্ কোন্ জাতির দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন? প্রাচীন ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা, ছড়া ও গানের মধ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণের সম্বন্ধে কত কথাই না লুক্কায়িত রহিয়াছে। শিবায়ন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবসাহিত্য প্রভৃতির মধ্যেও বাঙ্গালীর সামাজিক গঠন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ কোন্ বিশেষ কারণ-পরম্পরায় এই দেশের জনগণের মধ্যে সংস্কৃতি ও সামাজিক সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সাহিত্যে তাহার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিলে অনেক নূতন সংবাদ জানা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা ও দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

এতদিন বাঙ্গালা প্রদেশের পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া আসিয়াছেন। এখন বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে তাঁহারা সম্যক্ দৃষ্টিপাত করিলে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই অঞ্চলের আসাম প্রদেশে প্রাচীন কত রাজবের ভগ্নাবশেষ, কত মঠ, মন্দির ও গৃহাদিসমন্বিত নগরের ভগ্নস্তূপ, বিস্মৃত অথবা অর্দ্ধবিস্মৃত নানা জাতির কীর্ত্তি বহন করিয়া বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্ব্বতের কুক্ষিগত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করিতেছে। বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্যের অনেক জটিল সমস্যা ও প্রশ্নের সুমীমাংসা এই উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গালী জাতিকে ভালরূপে চিনিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষাকে ভুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতিকে গড়িয়া তুলিতে বাঙ্গালা ভাষা অল্প সাহায্য করে নাই। বাঙ্গালায় আগন্তুক নানা প্রাচীন জাতির নানা ভাষা, জাতিগুলির একদেশে বসবাস এবং ভাবের আদানপ্রদান হেতু কতকাংশে মিশিয়া গিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সংগঠনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন বাঙ্গালা ভাষার কাঠামো আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু সংস্কৃত (প্রাচীন ও নবীন), পালী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার আলোচনা করিলেই চলিবে না। এই উপলক্ষে অষ্ট্রিক জাতির (যথা মুণ্ডারি ও তজ্জাতীয়) ভাষা, মঙ্গোলীয় জাতির (বিশেষতঃ তিব্বত-ব্রহ্মী) ভাষা ও দ্রাবিড় জাতির (তন্মধ্যে তেলেগু, তামিল, মালয়ালম ও কানাড়ি) ভাষাও আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এই ভাষাগুলি ছাড়া আরও কতিপয় ভাষা মূলোর দিকে অল্প হইলেও আলোচনার পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে উল্লিখিত সকল ভাষার সহিতই অল্প-বিস্তর পরিচয় রাখা সঙ্গত।

এই দেশের চারুকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির ন্যায় সাহিত্যের ভিতরেও অনুসন্ধান করিলে অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে। ভাবসমৃদ্ধ ও নানা তথ্যপূর্ণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য এবং এই সাহিত্যের ভিত্তি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিতে হইবে তাহার সামান্য উল্লেখ এই স্থানে করা গেল।